গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গবেষণা মঞ্জুরি/অনুদান নীতিমালা ২০২১

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.moca.gov.bd)

Scanned with CamScanner

ভূমিকা

সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি বিনির্মাণে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় অঙ্গীকারাবদ্ধ। জাতীয় সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং জাতীয় স্মৃতি-নিদর্শন প্রভৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৭টি দপ্তর/সংস্থা নিয়ে কাজ করছে। বিশ্বায়ন এবং ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের এ যুগে নিত্য-নতুন চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হচ্ছে এবং 'সংস্কৃতি' এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার নীতি, কার্যাবলি ও কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। গবেষণার ফলাফল সরকারি নীতি নির্ধারণে সহায়ক হয়ে থাকে। গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি গবেষণার গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে গবেষণা মঞ্জুরি/অনুদান নীতিমালা প্রণয়নের এ প্রয়াস। আশা করা যায় যে এই নীতিমালা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হবে।

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

১	নামকরণ ও প্রারম্ভিকতা	১
২.	নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১
৩.	গবেষণার ক্ষেত্র	১
৪.	গবেষকের যোগ্যতা	১
৫.	গবেষণা প্রস্তাবের ধরন	২
৬.	গবেষণা প্রস্তাব আহবান	২
৭.	গবেষণা/সমীক্ষা প্রস্তাবের কাঠামো	২
৮.	গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়ন	২-৩
৯.	গবেষণা প্রস্তাব বাছাই, অনুমোদন ও মূল্যায়ন কমিটি	৩-৪
১০.	গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন	৪
১১.	গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ	৪
১২.	গবেষণার অগ্রগতি পর্যালোচনা	৪
১৩.	গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব	৪
১৪.	গবেষণার ফলাফল প্রচার ও প্রয়োগ (Dissemination)	৫
১৫.	গবেষণা পরিচালক/গবেষকের সম্মানী	৫
১৬.	গবেষণার বাজেট বিভাজন	৫
১৭.	গবেষণা কার্যক্রমে অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ	৫
১৮.	গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষকদের লিখিত সম্মতি-জ্ঞাপনপত্র	৬
১৯.	সাধারণ শর্তাবলি	৬-৭
২০.	নীতিমালার পরিবর্তন	৮

Scanned with CamScanner

১. নামকরণ ও প্রারম্ভিকতা

এ নীতিমালাটি 'সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গবেষণা মঞ্জুরি/অনুদান নীতিমালা ২০২১' নামে অভিহিত হবে এবং নীতিমালাটি অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে বলবৎ হবে।

২. নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থার ভিশন, মিশন ও কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে মৌলিক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং এ কাজে জড়িত গবেষকদের যথাযথ উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশে ভূমিকা রাখা;

(খ) মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর সংস্থার নীতি/কর্মকাণ্ডের মৌলিক বিশ্লেষণ এবং তার আলোকে এ সকল কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কৌশল নির্ধারণ;

(গ) সংস্কৃতি অঙ্গনের নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কর্মকৌশল নির্ধারণে জ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রণয়ন।

৩. গবেষণার ক্ষেত্র

(ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ভিশন, মিশন ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে মেধার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ এ বিষয়ক গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র।

(খ) এছাড়া জাতীয় সংস্কৃতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার এবং জাতীয় নির্দশন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি যা মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় তবে গবেষণার ফলাফল মন্ত্রণালয় বা দপ্তর/সংস্থার নীতি নির্ধারণে সহায়ক হবে সে সকল বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। পরিবীক্ষণ, দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং গবেষণা কাজে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গবেষক বা গবেষক দলকে মন্ত্রণালয়ের কোনো অনুবিভাগ বা দপ্তর/সংস্থার সাথে সংযুক্ত করা হতে পারে।

(গ) জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য, লোকসাহিত্য, শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, আরকাইভস্, কপিরাইট, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ অন্যান্য বিষায়াদি।

৪. গবেষকের যোগ্যতা

(ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সরকারী দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা মুখ্য গবেষক হিসেবে আবেদন করতে পারবেন।

(খ) যৌথভাবে আবেদনের ক্ষেত্রে গবেষণা-দলের প্রত্যেকের ভূমিকা (মুখ্য গবেষক, সহযোগী গবেষক, গবেষণা সহকারী) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। গবেষকদের নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে স্নাতকোত্তর, তবে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(গ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গবেষকদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য এবং প্রথাগত জ্ঞানের অধিকারী অভিজ্ঞ সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিদের গবেষণা সহযোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

Scanned with CamScanner

৫. গবেষণা প্রস্তাবের ধরন

গবেষণার জন্য অনুমোদিত বাজেট দ্বারা নিম্নলিখিত দুই ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে:

(ক) ক্ষুদ্র মৌলিক গবেষণা: অনূর্ধ্ব ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলন সম্পন্ন গবেষণা, যা ৬(ছয়) মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং গবেষণা প্রস্তাব ৩০০০ (তিন হাজার) শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

(খ) বৃহৎ মৌলিক গবেষণা: ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলন সম্পন্ন গবেষণা, যা ৬(ছয়) মাসের উর্ধ্বে তবে ২(দুই) বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং গবেষণা প্রস্তাব ৫০০০ (পাঁচ হাজার) শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৬. গবেষণা প্রস্তাব আহবান

প্রতি বছর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুবিধাজনক সময়ে দুইটি বহুল প্রচারিত (১টি বাংলা ও ১টা ইংরেজি) জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুচ্ছেদ-৫ এ নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন গবেষকগণের নিকট হতে অনুচ্ছেদ-৮ এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ সংবলিত নির্ধারিত 'ছকে' গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করবে। গবেষণা প্রস্তাব 'হার্ড কপি'র পাশাপাশি অনলাইনে সফট্ কপিতে প্রেরণ করা যাবে।

৭. গবেষণা/সমীক্ষা প্রস্তাবের কাঠামো

গবেষণা/সমীক্ষা প্রস্তাবের নির্ধারিত কাঠামো–

একটি গবেষণা প্রস্তাবের নির্ধারিত ফরমেটে প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

(ক) গবেষণার বিষয়ভিত্তিক একটি শিরোনাম;
(খ) ভূমিকা/গবেষণা সমস্যা;
(গ) গবেষণার যৌক্তিকতা;
(ঘ) গবেষণার উদ্দেশ্য;
(ঙ) গবেষণার পরিধি;
(চ) গবেষণা পদ্ধতি;
(ছ) গবেষণায় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রসমূহ;
(জ) গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিবর্গ;
(ঝ) কর্মপরিকল্পনা/সময়সীমা;
(ঞ) তিনমাস অন্তর অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল;
(ট) গবেষণা কার্যক্রমের পরিচালকের/গবেষকের জীবন বৃত্তান্ত;
(ঠ) বাজেট;

৮. গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়ন

প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ ৫০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়িত হবে এবং অনুমোদনের জন্য 'চূড়ান্ত অনুমোদন কমিটি' প্রস্তাব জমাদানের সর্বশেষ তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করবে। গবেষণা কমিটি মূল্যায়নের সুবিধার্থে গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপনার আয়োজন করে প্রস্তাব দাখিলকারীদের তাদের প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানাতে পারবে।

ক্রমিক	নির্ণায়ক	নম্বর
১	গবেষণা/সমীক্ষার বিষয় ও মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও ভিশনের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা	১০
২	প্রস্তাবের মৌলিকত্ব	১০
৩	গবেষক/গবেষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১০
৪	গবেষকের গবেষণার অভিজ্ঞতা	১০
৫	গবেষকের প্রকাশনা	১০
	মোট =	৫০

৯. গবেষণা প্রস্তাব বাছাই, অনুমোদন ও মূল্যায়ন কমিটি

কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিম্নলিখিত কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটিসমূহ প্রয়োজনে সদস্য কো-অপট করতে পারবে।

ক) আবেদনপত্র যাচাই/বাছাই কমিটি

ক্রমিক	বিবরণ	মন্তব্য
১.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব	আহ্বায়ক
২.	প্রত্নতত্ত্ববিদ/ইতিহাসবিদ/স্থপতি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ দুই জন ব্যক্তি	সদস্য
৩.	গবেষণা কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মন্ত্রণালয়/মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার মনোনীত কর্মকর্তা (উপসচিব এর পদমর্যাদার নীচে নয়)	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব/উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

এই কমিটি দাখিলকৃত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করে আবেদনকারীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করবে এবং পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য ৭ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে।

খ) চূড়ান্ত অনুমোদন কমিটি

ক্রমিক	বিবরণ	মন্তব্য
১.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	দুইজন বরেণ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ/ইতিহাসবিদ/স্থপতি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুইজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব	সদস্য
৪.	বাজেট শাখার যুগ্মসচিব/উপসচিব	সদস্য
৫.	অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (অন্যূন উপসচিব)	সদস্য
৬.	সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব/উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

এই কমিটি আবেদনপত্র যাচাইবাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সংক্ষিপ্ত তালিকার ভিত্তিতে গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করবে। চূড়ান্ত অনুমোদন কমিটি, গবেষণা প্রকল্প বিষয়ে সময়ে সময়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

Scanned with CamScanner

গ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি

ক্রমিক	বিবরণ	মন্তব্য
১.	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	গবেষণা/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ অবসর প্রাপ্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক	সদস্য
৩.	গবেষণা কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মন্ত্রণালয়/মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার মনোনীত কর্মকর্তা (উপসচিব এর পদমর্যাদার নীচে নয়)	সদস্য
৪.	আইএমইডির একজন প্রতিনিধি (অন্যূন উপসচিব)	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব/উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

* এই কমিটি নিয়মিতভাবে গবেষণা প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে এবং চূড়ান্ত ফলাফল/প্রতিবেদন জমাদানের ০৩(তিন) মাসের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করবে।
* সরকারের আর্থিক বিধি-বিধান পালন সাপেক্ষে সভার যাবতীয় ব্যয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুদান ব্যয় খাত থেকে মিটানো হবে।

১০. গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন

গবেষণা কমিটির সুপারিশকৃত প্রস্তাবসমূহ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুমোদন করবে অথবা পুনঃমূল্যায়নের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

১১. গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ

গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ সাধারণভাবে ৬ মাস (ক্ষুদ্র মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে) থেকে ২ বছরের (বৃহৎ মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে) মধ্যে সীমিত থাকবে। তবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গবেষকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।

১২. গবেষণার অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রতিটি গবেষণা কার্যক্রমের পরিচালক/গবেষক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে গবেষণার অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে গবেষণা কমিটির সভাপতির নিকট পেশ করবেন। গবেষণা কমিটি সুবিধাজনক সময়ে Work-in-Progress Seminar এবং Final Seminar এর আয়োজন করবে যেখানে সকল অনুমোদিত গবেষণার গবেষক যথাক্রমে অগ্রগতি ও চূড়ান্ত ফলাফল উপস্থাপন করবেন। উক্ত সেমিনারসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়/স্বনামধন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক/গবেষকগণ রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। গবেষণা কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষক পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদনের ১০(দশ) কপি গবেষণা কমিটির সভাপতির নিকট দাখিল করবেন। পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদন লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হবে।

১৩. গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব

মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত থাকবে। তবে গবেষক মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে তা বাইরে অন্য কোথাও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

১৪. গবেষণার ফলাফল প্রচার ও প্রয়োগ (Dissemination)

গবেষণা তথ্যের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে গবেষণালব্ধ তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হবে। যেমন: সেমিনার ও ওয়ার্কশপ, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ, ওয়েবসাইটে প্রদান ইত্যাদি।

১৫. গবেষণা পরিচালক/ গবেষকের সম্মানী

প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, গবেষণা সহযোগী ও সদস্যগণ সম্মানী হিসেবে প্রাপ্য হবেন। এফআর এসআরের বিধি ৯(৯) অনুসারে গবেষকদের পারিশ্রমিক (remuneration) সাধারণ রাজস্ব খাত হতে প্রদেয় বিধায় তা ফি নয় বরং সম্মানীর সংজ্ঞাভুক্ত।

১৬. গবেষণার বাজেট বিভাজন

(ক) গবেষণা সহায়তা ব্যয়, মূল্যায়নকারীদের সম্মানী, যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা, গবেষণা প্রস্তাব সেমিনারে উপস্থাপন ব্যয়, গবেষণা সংশ্লিষ্ট সভা, খসড়া প্রতিবেদনের ১০(দশ) কপি মুদ্রণ ব্যয়, সভাপতি, আলোচকবৃন্দ ও র‍্যাপোর্টিয়ার-এর সম্মানী, প্রশ্নপত্র, তথ্যসংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুনঃমুদ্রণ ব্যয়, প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ব্যয়, স্টেশনারি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, জ্বালানি তেল ক্রয় ইত্যাদি।

(খ) খসড়া প্রতিবেদন বিবেচনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত গবেষণা, সেমিনার এবং এ সংক্রান্ত সভায় সম্মানী বিধি অনুযায়ী প্রদেয় হবে।

১৭. গবেষণা কার্যক্রমে অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ

গবেষণা কার্যক্রমের অনুমোদিত বাজেট নিম্নোক্তভাবে ৩(তিন) কিস্তিতে শর্তসাপেক্ষে প্রদেয় হবে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (Inception Report) প্রাপ্তির পর বরাদ্দকৃত তহবিলের ১ম কিস্তির টাকা ছাড় করা যাবে। সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম সন্তোষজনক প্রতীয়মান হওয়া সাপেক্ষে ২য় কিস্তির এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর ৩য় কিস্তির টাকা ছাড় করা হবে। গবেষণা প্রবন্ধ কর্মশালায় উপস্থাপন, কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে সংশোধন এবং বহিঃসদস্য কর্তৃক অনুকূল মতামত প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বশেষ কিস্তির অর্থ ছাড় করতে হবে। পূর্বে গৃহিত অর্থের সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তী কিস্তির অর্থ প্রদান করা যাবে না। গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনকালেই মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞকে (যার এ ধরনের গবেষণা এবং স্বীকৃত প্রকাশনা রয়েছে) বহিঃমূল্যায়নকারী এবং একজন বিশেষজ্ঞকে বিকল্প বহিঃমূল্যায়নকারী হিসেবে নির্বাচন করবে।

কিস্তি	পরিমাণ (অনুমোদিত বাজেটের %)	Deliverables
প্রথম	৪০	Inception Report and Presentation
দ্বিতীয়	৩০	Work-in-Progress Report and Presentation
তৃতীয়	৩০	Final Report and Presentation

Scanned with CamScanner

১৮. গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষকদের লিখিত সম্মতি-জ্ঞাপন পত্র

(ক) গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষণা পরিচালক/গবেষক, যুগ্মপরিচালক/যুগ্মগবেষক ও গবেষণা সহযোগিগণ প্রত্যেকে মন্ত্রণালয়ে এই মর্মে লিখিত সম্মতিপত্র জ্ঞাপন করবেন যে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট গবেষণার কাজ সম্পাদন করবেন।

(খ) কোন গবেষক গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা থেকে অব্যাহতি নিলে গৃহীত সম্মানী (যদি গ্রহণ করে থাকেন) ফেরত না দিলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী/PDR Act, 1913 অনুযায়ী আদায় করা যাবে।

(গ) অনুমোদিত গবেষণায় নিয়োজিত গবেষক/গবেষকদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। কোন কারণে গবেষণা কমিটির সভা আয়োজনে বিলম্ব হলে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

১৯. সাধারণ শর্তাবলি

১৯.১ গবেষণা কার্যক্রমের প্রস্তাব অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ফরমে ৫(পাঁচ) কপি দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত ফরম সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে (www.moca.gov.bd)।

১৯.২ একজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/গবেষক গবেষণার একটি ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ পাবেন।

১৯.৩ প্রাপ্ত প্রস্তাব বাছাই ও চূড়ান্ত নির্বাচনকালে অসমাপ্ত, চলমান কর্মসূচি অগ্রাধিকার পাবে।

১৯.৪ এই বরাদ্দ হতে যানবাহন, আসবাবপত্র, ফ্রিজ, এয়ারকুলার অথবা এ ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং ভৌত কার্য সম্পাদন করা যাবে না।

১৯.৫ চুক্তিবদ্ধ বরাদ্দ থেকে স্বল্পমূল্যের যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনে কিছু অর্থ (মোট বরাদ্দের সর্বোচ্চ ১০%) ব্যয় করা যাবে।

১৯.৬ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে ত্রুটি বা কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট গবেষকদের প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে না।

১৯.৭ অর্থবছরের শেষে বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমুদয় অব্যয়িত অর্থ পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/ডিমান্ড ড্রাফট-এর মাধ্যমে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট খাতে সমর্পণ করবে।

১৯.৮ প্রত্যেক অর্থবছরের শেষে বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) একটি ব্যবহারিক সনদ এবং আডিটকৃত ব্যয় বিবরণী প্রেরণ করবে যা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রধান, গবেষক বা বিভাগের প্রধান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যয় বিবরণী সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১৯.৯ এই গবেষণা কার্যক্রমের অধীনে গ্রহণকৃত বরাদ্দের সাথে সম্পর্কিত নথি এবং একাউন্টসমূহ প্রচলিত পদ্ধতিতে নিরীক্ষিত হবে।

১৯.১০ এই মঞ্জুরি দ্বারা সম্পাদিত গবেষণা কাজের উপর প্রকাশনায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনুদানের বিষয়টি উল্লেখ (acknowledge) করতে হবে।

১৯.১১ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্মসূচির সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্ত/নকশা/ বিনির্দেশ যে কোন সময় আহ্বান ও প্রাপ্তির ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে বাস্তবায়নকারী সংস্থা/গবেষকগণ তথ্যসমূহ প্রেরণ করতে বাধ্য থাকবে।

১৯.১২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা/গবেষকগণ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (sub-contract) কাজটি করানোর ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে না।

১৯.১৩ এই গবেষণার নিয়মিত কাজগুলো সম্পাদনের জন্য কোন জনবল নিয়োগ করা যাবে না। শুধুমাত্র মাঠকর্ম, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণের জন্য কর্মসূচির প্রস্তাবনায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দৈনিক মজুরিভিত্তিক জনবল নিয়োগ করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে নিয়োগকৃত দৈনিক মজুরিভিত্তিক জনবল কোনোভাবেই সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে গণ্য হবে না।

১৯.১৪ গবেষণা কার্যক্রমের প্রস্তাব দাখিলের সময়ে প্রস্তাবিত গবেষণা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অঞ্চল/এলাকা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম, মৌজাসহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১৯.১৫ গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কিত কর্মসূচি নির্বাচিত হবার পর, সংশ্লিষ্ট গবেষক সরকার নির্ধারিত মূল্যের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দ্বারা যথাযথভাবে প্রতিস্বাক্ষর করা একটি চুক্তি সম্পাদন করবেন। চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে কোনভাবেই অর্থ ছাড় করা হবে না।

১৯.১৬ গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কিত কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিসমূহের সদস্যদের সম্মানী, ভ্রমণভাতা, দৈনিকভাতা, নিরীক্ষা ও বিজ্ঞাপনের জন্য গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫% বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয়িত হবে।

১৯.১৭ প্রতিষ্ঠান/সরকারি সংস্থা তাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমের প্রস্তাব জমা প্রদান করবে।

১৯.১৮ এই নীতিমালার আওতায় গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সরকারি বিধি মোতাবেক সকল প্রকার কর পরিশোধ করবে।

১৯.১৯ কর্মসূচির ফলাফল (Impact) মূল্যায়ন করা হবে।

১৯.২০ গবেষণা কার্যক্রমের সম্মানী/পরামর্শক ফি/ভাতা মোট বরাদ্দের ১৫% এর বেশি হবে না।

১৯.২১ যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়কৃত অর্থ যথাযথভাবে গবেষণা সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহার না করেন, কিংবা অনিয়ম বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহলে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

Scanned with CamScanner

২০. নীতিমালার পরিবর্তন

সময়ের পরিবর্তন কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গবেষণা নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১১/০৫/২০২১

(মোঃ বদরুল আরেফীন)
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Scanned with CamScanner